WBCLA
Newsletter
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র
Vol. XXVIII January - December, 2019, No. 1 - 5

সম্পাদকীয়

১৯৬২ সালে জন্ম নেওয়া ''পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি'' পা পা করে এগোতে এগোতে আজ আটান্ন বছর অতিক্রম করতে চলেছে। সমিতি তার জন্ম লগ্ন থেকেই সদস্যদের পেশাগত পদমর্য্যাদা রক্ষার্থে কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নানা রকম অমানবিক কিংবা অপমানজনক আচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার নিরলস আন্দোলন জারি রেখে চলেছে। সমিতি তার সদস্যদের সক্রিয় নৈতিক, আর্থিক সমর্থনের কারণের একের পর এক আন্দোলনে সফল হতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক পদমর্য্যাদা অর্জনের ইতিহাসের কথা কখনোই ভুলতে পারবো না। সরকারী স্তরে বহু আবেদন নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে বিষয়টি নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এবং দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের পর মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় দান এবং যার ফলস্বরূপ গত ইংরাজী ২৪.০৪.২০১৪ তারিখে সরকারী নির্দেশিকা (Ref. G.O. No. 348 Edn (CS)/LC -1662.2005 dated 24.04.2014) যার দ্বারা কলেজ গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের ন্যায্য পেশাগত পদমর্য্যাদা (অর্থাৎ কলেজ শিক্ষকের পদমর্য্যাদা) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে আইন প্রনয়ন করে [The West Bengal University and College (Administration and Regulation) Act, 2017] তাতে স্পষ্ট করেই কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষক পদমর্য্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আজ আর কলেজ গ্রন্থাগারিকদের হীনমন্যতায় ভুগতে হয় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনও পর্যন্ত খোদ বিকাশ ভবনের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের filling systen-এ কলেজ গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত ফাইল Non Teaching category-তে রাখা হচ্ছে। সমিতির পক্ষ থেকে বারংবার এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও নানা কুযুক্তির অবতারনায় (যেমন এত কলেজের এত ফাইল থেকে গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত কাগজপত্র বের করে নতুন করে ফাইল করা দুরূহ কাজ, অপ্রতুল কর্মী সংখ্যা, ইত্যাদি) এখনও স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলেছে। এ ব্যাপারে ন্যায় বিচার পেতে প্রয়োজন বৃহত্তর আন্দোলনে নামার জন্য সমস্ত সদস্যদের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে আবেদন জানাই। পরিস্থিতি তেমন হলে ন্যায় বিচারের জন্য শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে হলে সমিতি পিছপা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমিতির সাফল্যকে তুলে ধরতে এবং বিভিন্ন ন্যায্য দাবিদাওয়া বৃহত্তর আঙ্গিনায় পৌছে দিতে আমারা AIFUCTO -এর সার্বিক সহযোগিতা সব সময় এসেছি। এ বছর ০৭.১২.২০১৯ থেকে ০৯.১২.২০১৯ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত AIFUCTO -এর ৩০ তম Statatory Conference -এ সমিতির পক্ষে থেকে ডঃ রবীন্দ্রনাথ কর এবং শ্রী পঙ্কজ কুমার জানা (সাধারণ সম্পাদক, WBCL) প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যান্য দাবির মধ্যে দুটি বিশেষ দাবি যাতে U.G.C. -এর নজরে আনা যায় সেজন্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ কুমার জানা তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। সেগুলি হ'ল ১) গ্রন্থাগার পরিষেবা ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সহ-অধ্যাপক / সংযুক্ত অধ্যাপক / অধ্যাপক এই সব অভিধায় ভূদিত করা হোক।

২) একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালিন কলেজ গ্রন্থাগারিকরা যেমন U.G.C. থেকে (Major / Meinor) পেতেন, তা যেন পুনরায় চালু করা হয়।

আনন্দের কথা এই যে আমাদের এই দুটি দাবি AIFUCTO তাদের গৃহীত দাবি সনদে উল্লেখ করেছে। সে কারণে AIFUCTO পদাধিকারীদের সমিতিরপক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

আর একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হ'ল গত এক বছর ধরে লাগাতার চেষ্টা করেও গত ৩০.০৯.২০০৪ তারিখে অথবা তার আগে অবসর নেওয়া কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ২৪০ দিনের Leave Encashment সরকারের ঘর থেকে আমরা আদায় করতে সক্ষম হইনি। নতুন নতুন officer নতুন করে নানা প্রশ্ন তুলছেন। আমরাও ছেড়ে দে ওয়ার পাত্র নই, শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বরিষ্ঠ এই সকল পেশাগত সহকর্মীদের কাছে অনুরোধ আর একটু ধৈর্য্য ধরুন, সাফল্য অবশ্যই আসবে।

পরিশেষে, সমিতির সকল সদস্যদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যে যাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা মাধ্যমে সমিতির হাত শক্ত করুন।

''মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেউ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।''

এ তো গেল গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেমন উচ্চ চিন্তা ভাবনার অংশ বিশেষ তেমনি গ্রন্থাগারিকের কাজ কি ধরণের হওয়া উচিত সে ব্যাপারেও তিনি স্পষ্ট মত ব্যক্ত করে বলেছেন - ''লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। সেল্‌ফের উপরে ওছিয়ে বই সাজিয়ে হিসাব রাখলেই তার কাজ সারা হ'ল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যে টুকু কাজ সেটুকু সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না। ... লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, সেল্‌ফ্ ভর্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজেন আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাতে দেবার যোগ্য, আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।''

গ্রন্থাগার ও পাঠকের মধ্যে মেলবন্ধনের যিনি সব চেয়ে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তিনিই হলেন গ্রন্থাগারিক। কবির ভাষায় 'মধ্যস্থ' অর্থাৎ যাঁর উপর ভার ন্যস্ত কেবল গ্রন্থের নয়, গ্রন্থ পাঠকেরও। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েক জন গ্রন্থাগারিক নিজেদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষার্থে এবং গ্রন্থারিকতা পেশার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে (' সিদানুদি লেন, কলিকাতা) 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি' বা **''West Bengal College Librarians' Association'** গড়ে তুলেছিলেন। এই পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতিরূপী গঙ্গাকে মতে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ভগীরথরূপী যে গ্রন্থাগারিকরা আহ্বান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় সুবীর কুমার ঘোষ (গ্রন্থাগারিক, দমদম মতিঝিল কলেজ), স্বর্গীয় দীনেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত (গ্রন্থগারি, বি.কে.সি. কলেজ), স্বর্গীয় অর্ধেন্দু কিশোর রায়চৌধুরী (গ্রন্থাগারিক, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা) প্রমুখের নাম সর্বাগ্রগনা। কালের অমোঘ ধারায় আমাদের সেই পূর্বসুরীরা যে ব্যাটন আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তাই আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কলেজ গ্রন্থাগারিকরা আজ শিক্ষক পদমর্য্যাদায় উন্নীত হয়েছেন এবং সর্বক্ষেত্রে কলেজ শিক্ষকদের মতো সমস্ত ধরণের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। সেজন্য, মহমান্য কলকাতা হাই কোর্টের যুগান্তকারী রায় দান এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যর্থার্থ পদক্ষেপের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। [Ref. : G.O. No. 348 Edn (CS) / 1C - 166L/2005 dated 24.04.2014 এবং The West Bengal Universities and Colleges (Administration and Regulation) Act, 2017, etc.] কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যথার্থ সরকারী নির্দেশনামা, আইন প্রভৃতি গ্রন্থাগারিকদের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে সরকারী প্রশাসনিক স্তরে এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন, বিকাশ ভবনে গ্রন্থাগারিকদের ফাইল এখনও Non-Teaching Category-তে রেখে দেওয়া) কলেজ গ্রন্থাগারিকরা বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার। এই বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি তার সংগ্রাম জারি রেখেছে এবং আগামী দিনে তা আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হ'ল কর্মঠ ও উদ্যোগী কিছু সদস্যের, যাঁরা সমিতির কাজে কিছুটা সময় দিতে পারবেন।

আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে সব কলেজ গ্রন্থাগারিক ৩০.০৯.২০০৪ তারিখে অথবা তার আগে অবসর গ্রহণ করেও আজ পর্যন্ত ২৪০ দিনের Leave Encashment পাননি তাঁরা যাতে তা শীঘ্র পেয়ে যান। যাঁরা এখন Waiting List-এ আছেন তাঁদের নাম আমরা এই Newsletter-এ প্রকাশ করছি।

সর্বোপরি, নতুন কলেজ গ্রন্থাগারিক যাঁরা এখনও 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির' সদস্যপদ নিয়ে উঠতে পারেননি তাঁদের আহ্বান করছি দ্রুত এই কাজটি সেরে ফেলুন এবং এক সঙ্গে সবাই মিলে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থে ময়দানে নেমে লড়াই করি।

পরিশেষে, সকলের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি সমিতির একটি স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলার জন্য, সে কারণে সবাই এগিয়ে আসুন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করুন।